প্রথম আলো

তারিখ 09 MAR 2014
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

প্রাথমিকে ৭৫% শিক্ষার্থী ভালোভাবে শিখছে না

মোশতাক আহমেদ ●

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয়ভেদে ৭৫ ভাগ শিক্ষার্থী ভালোভাবে শিখছে না। তার পরও অনেকে ওপরের শ্রেণীতে উঠে যাচ্ছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই বাংলাও ভালোভাবে পড়তে পারে না। গণিত ও ইংরেজির অবস্থা আরও খারাপ। এ কারণে শিশুদের ঝরে পড়ার ঝুঁকি বেশি।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মূল্যায়ন, বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন এবং একাধিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে এ চিত্র পাওয়া গেছে। প্রাথমিক শিক্ষার এ রকম করুণ চিত্র নিয়েই আজ রোববার শুরু হচ্ছে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ। এবারের সপ্তাহের মূল স্লোগান ধরা হয়েছে 'শিক্ষাই জীবনের মূল, ঝরে পড়া বিরাট ভুল'।

প্রাথমিকের এ দুর্বলতা মাধ্যমিকে গিয়েও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অষ্টম শ্রেণীর অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে (যথাক্রমে ৫৬, ৫৬ ও ৬৫ শতাংশ) নির্ধারিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই বাংলা ভালোভাবে পড়তে পারে না, গণিত ও ইংরেজির অবস্থা আরও খারাপ

অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, গণিতে খারাপ হওয়ার কারণে অর্থনীতির ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিশ্বব্যাপী গবেষণায়ও দেখা গেছে, পনেরো বছর বা এর চেয়ে বেশি বয়সের স্কুল পাস করাদের অঙ্কের পারদর্শিতার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আছে।

গত মঙ্গলবার প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের শিক্ষাবিষয়ক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব শিক্ষার্থীর শেখার মাত্রা খারাপ তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই ঝরে পড়ার ঝুঁকি বেশি। ঝরে পড়ার পর একপর্যায়ে তারা অনানুষ্ঠানিক কর্মবাজারে প্রবেশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের পঞ্চম শ্রেণীর মাত্র ২৫ শতাংশ শিশু বাংলায় এবং ৩৩ শতাংশ শিশু গণিতে প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে। অর্থাৎ এ দুই বিষয়ে যথাক্রমে ৭৫ ও ৬৭ শতাংশ শিশু ভালোভাবে শিখছে না।

এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ (পিইডিপি)-এর অধীন গাজীপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩৬টি বিদ্যালয়ে 'শিখবে প্রতিটি শিশু' নামে নতুন ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি চালুর জন্য একটি ভিত্তিরেখা জরিপ (বেইস লাইন সার্ভে) পরিচালনা করা হয়। তাতে দেখা যায়, ওই সব বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর মাত্র ২৫ ভাগের কম শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে পারে। গণিতের অবস্থাও একই হার। দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রও প্রায় অভিন্ন।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

প্রাথমিকে ৭৫% শিক্ষার্থী ভালোভাবে শিখছে না

শেষ পৃষ্ঠার পর

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, তিনি তাঁর এলাকার কয়েকটি বিদ্যালয়ে গিয়ে জানতে পারেন, চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে অথচ ইংরেজি বইয়ের নাম বানান করে বলতে পারে না একাধিক শিশু।

এলাকাভেদে পার্থক্য: বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শেখার ক্ষেত্রে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চল জাতীয় গড়ের (বাংলায় ২৫ ও গণিতে ৩৩ শতাংশ) চেয়ে ভালো করছে, কিন্তু রাজশাহী ও সিলেট অঞ্চল অনেক পিছিয়ে। পঞ্চম শ্রেণীতে গণিতে চট্টগ্রামে যেখানে ৪২ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে, সেখানে রাজশাহীতে মাত্র ২৫ শতাংশ (বাংলায় ২১ শতাংশ) ও সিলেটে ১৫ শতাংশ (বাংলায় ২১ শতাংশ) শিশু তা অর্জন করতে পারছে। এ ছাড়া বরিশালে বাংলায় ২৩ শতাংশ ও গণিতে ৩০ শতাংশ, খুলনায় বাংলায় ২৪ শতাংশ ও গণিতে ৩২ শতাংশ এবং রংপুর বিভাগে বাংলায় ২৪ শতাংশ ও গণিতে ৩৬ শতাংশ শিশু প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে। তবে শহরাঞ্চলের চেয়ে মফস্বল এলাকার শিশুরা গণিতে ভালো করছে। বাংলায় শহরাঞ্চলের শিশুরা বেশি ভালো করছে।

শিক্ষকদের দুর্বলতা: শিক্ষার্থীরা কী শিখছে, কী করে শিখছে এবং সামগ্রিকভাবে কতটুকু বুঝতে পারছে, তা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন শিক্ষকেরা। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, এ শিক্ষকদেরও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই। তারা বাঁধাধরা পদ্ধতিতে মুখস্থ পড়ান। পড়ানোর বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানের অপ্রতুলতা শিক্ষার্থীদের শেখার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

রাজধানীর মতিঝিল, মিরপুর, উত্তরখান এলাকার একাধিক স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে কথা হলে তাঁরা এই প্রতিবেদককে বলেন, শ্রেণীকক্ষে অনেক শিশু থাকে। এর মধ্যে সবাই মনোযোগী থাকে না। ফলে সবাই সমান শিখতে পারে না। এ ছাড়া শহরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী শ্রমজীবী ও পরিব পরিবার থেকে আসে। ফলে বিভিন্ন সমস্যায় তাঁরা শ্রেণীকক্ষে মনোযোগী হতে পারে না। শিশুদের বড় একটি অংশ শুধু উপবৃত্তির আশায় বিদ্যালয়ে আসে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, বর্তমানে একেকটি শ্রেণীকক্ষে ৬০-৭০ জন শিশু নিয়ে শিক্ষকেরা মুখস্থনির্ভর বক্তব্য দিয়ে চলে যান। এতে করে সব শিশু ভালোভাবে শিখতে পারে না। সচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে বাড়তি সুযোগ পেলেও অসচ্ছল পরিবারের শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে। এর ফলে অনেকেই ঝরে পড়ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, 'আমরা চাই সব শিশু প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করুক। এ জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।'